ঝালকাঠীর নারীদের প্রজনন ও স্বাস্থ্যসেবা পরিস্থিতি

প্রজনন ও স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত ঝালকাঠীর মগড় ইউনিয়নের নারীরা। গর্ভবতী ও প্রসুতি মায়ের স্বাস্থ্যসেবা, শিশুস্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনাসহ সকল সরকারি সেবামুলক কাজ এলাকাবাসীর কাছে অজানা। অজ্ঞতা, অসচেতনতার কারণে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত এখানকার নারীরা।

ঝালকাঠি জেলার নলছিটি থানার প্রত্যন্ত একটি গ্রাম মগড়। এখানে ছোঁয়া লাগেনি আধুনিক চিকিৎসা সেবার। বিশেষ করে, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা খাতটি এখানে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপেক্ষিত। ফলে বঞ্চিত হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা। এখানের স্বাস্থ্যসেবার অগ্রগতি শুধু কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ। সেবা বা প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা বাস্তবে নেই বললেই চলে। এখানে সক্ষম দম্পত্তিরা জানে না প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা কী? এমনকি চেয়ারম্যানও জানেন না কোন স্বাস্থ্যকর্মীর নাম।

কৃষিপ্রধান মগড় ইউনিয়নের শিক্ষার হার খুবই কম। কৃষিপ্রধান এলাকা হওয়ায় কর্মক্ষেত্রের সুযোগ না থাকার কারণে দারিদ্রতা এখানে মানুষের নিত্যসঙ্গী। প্রায় দশ হাজার প্রজনন নারী রয়েছেন মগড় ইউনিয়নে। পরিবার পরিকল্পনা ইপিআই, স্বাস্থ্য সেবা, গর্ভবতী ও প্রসুতি মায়ের স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে এখানকার অধিকাংশ নারীদের ন্যুনতম ধারণা নেই ।
এক সন্তানের জননী সুবর্ণ (২৫) জানান, গর্ভকালীন ও মাতৃকালীন সময় বাড়ির অন্যান্য সদস্যের পরামর্শই ছিল তার চিকিৎসাসেবার একমাত্র অবলম্বন। দিনমজুর কালাম হাওলাদারের স্ত্রী খাদিজা আক্তার (২৫) জানান, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ডা. নিলুফা বেগমের কাছে গেলে জানা যায় কোনো ওষুধ নেই, জন্ম নিয়ন্ত্রণের ইনজেকশন সরকার সাপ্লাই দেয় না। তা ছাড়া তিনি ২০ থেকে ৫০ টাকা চেয়ে নেয়। তবে তিনি জানান, স্বাস্থ্যকর্মী মাঝে মধ্যে বাড়ি আসলেও খুব একটা সময় দেন না। দরিদ্রতার জন্য তার পক্ষে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বড়ি কেনার সামর্থ্য নেই বলে জানান।

একই গ্রামের এক সন্তানের জননী সাথী (২৫) জানান, তার স্বামী জাহাজ শ্রমিক এবং স্বল্পশিক্ষিত। তার ছেলের বয়স ৯ বছর। এছাড়া তিন বছর বয়সে তিন মাসের তিনটি ইনজেকশন নেয়ায় এখন তার বাচ্চা নিতে সমস্যা হচ্ছে। এ জন্য তার স্বামীর গালমন্দও তাকে শুনতে হচ্ছে।

তারা জানান, গর্ভকালীন সময়ে তাদের পারিবারিক চিকিৎসাই একমাত্র ভরসা ছিল। স্বাস্থ্যকর্মীদের উঠোন বৈঠক কখনো তারা দেখেননি। শুধুমাত্র টিকা খাওয়ানোর আগে তাদের মাঝেমধ্যে দেখা যায়।

একই অভিযোগ ওই গ্রামের রহিমা বেগম (৪৫), সেলিনা বেগম (৪০), রাজিয়া বেগমের (৫৫)। সাবেক ইউপি সদস্য নুরে আলম হাওলাদার নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার এখানে কিছুই হয় না। কোনো চিকিৎসাই হয় না। দরকার হলে বরিশালে নিয়ে যেতে হয়। স্বাস্থ্যকর্মীকে অনেকে চেনে না। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সরকারের পাশাপাশি আশা, গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, ভোসড়সহ অসংখ্য এনজিও, ওই এলাকায় তাদের কাজ চালালেও তা কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মাঠকর্মী নেই। রুকালাম হাওলাদারের পুত্র জসীম ১৮ ফেব্রুয়ারি '৯৬ সালে জন্ম হলে আজও সে সকল টিকা পায়নি। মগড় ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ফ্যামিলি ওয়েল ফেয়ার ভিজিটর (ঋ.ড.ঠ) পুতুল রাণী মণ্ডলের দেয়া তথ্য মতে জানুয়ারি মাসে ৩২ জনকে খাবার বড়ি, ৬ জনকে কনডম, ২ জনকে কপাটি, ৪ জন প্রসুতি মায়ের যত্ন, ২৪ জন গর্ভবতী মহিলাকে চেকআপ, ১৬ কিশোরীকে রক্তস্বল্পতা ৬ জনকে মহিলা রোগের চিকিৎসাসেবা দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও ১৮২ জন মহিলা ও ৬৮ জন পুরুষকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা দেয়া হয়েছে। তিনি আরো জানান, ঔষধ সরবরাহ স্বল্পতার কারণে অনেকেই চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

মগড় ইউপি চেয়ারম্যান ও আমিরাবাদ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাক খান বলেন, এখানে স্যাটেলাইট কেন্দ্র নেই, তবে পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র থেকে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার জন্য ব্যবস্থা রয়েছে। যা থেকে স্থানীয়রা সুবিধা পা”েছ। গত ১০ বছরে এলাকায় সেবার মান বেড়েছে। বিনা পয়সায় জনগণ সেবাগুলো পা”েছ। তাছাড়া বিভিন্ন সময় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে মিটিং আহ্বান করলেও অজ্ঞতা এবং অসচেতনতার অভাবেই মুলত এরা প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা থেকে দুরে রয়েছে। এ ব্যাপাারে তিনি পদক্ষেপ নেবেন বলেও জানান। অসচেতনতা ও অজ্ঞতার কারণে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় গর্ভকালীন ও মাতৃত্বকালীন ঝুঁকিও বেড়ে যা”েছ।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সুদৃষ্টি কামনা করেছে স্থানীয় জনগণ।

রিপোর্টটি তৈরী করেছেন : মাহমুদা ডলি, মর্জিনা আক্তার মিতু, তপন বসু ও সাইফুল ইসলাম